بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
২১ নভেম্বর ২০১৯

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি দীর্ঘ সংগ্রামের পাশাপাশি শত জেল-জুলুম ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সহ্য করে সমগ্র জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন এবং নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা অর্জন করি চূড়ান্ত বিজয়।

আজকের এই মহান দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ মোঃ রুহুল আমিন, ইআরএ-১, বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফকে। আমি আরো স্মরণ করি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শাহাদতবরণকারী মুক্তিযোদ্ধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি। একইসাথে আমি যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১ নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের এই দিনে তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে যা আমাদের বিজয় অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী জাতির গর্বের প্রতীক। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতাসহ জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। কেবল দেশেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে পেশাগত দক্ষতা, সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছেন। এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদতবরণ করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

যে-কোনো বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন, শৃঙ্খলা, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে তাঁদের গৌরব সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আমাদের সশস্ত্রবাহিনী দেশমাতৃকার কল্যাণে অব্যাহত প্রয়াস চালাবেন-এ প্রত্যাশা করি।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনীসমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

জন বিভাগ, প্রেস উইং

বঙ্গভবন, ঢাকা।

www.bangabhaban.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী প্রচার ও প্রকাশে অনুসরণীয়

১. মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বঙ্গভবন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সকল কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত বাণী যথাযথ মর্যাদায় এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করা বাঞ্চনীয়।

২. পত্রিকায় প্রকাশিতব্য ক্রোড়পত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী বামদিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এবং স্পষ্ট ভাবে ছাপাতে হবে।

৩. স্মরণিকায় প্রকাশিতব্য বাণীসমূহের মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণীর অবস্থান হবে সর্বপ্রথম (ডান পাশে) এবং তা কোনক্রমেই পেছনের পাতায় ছাপা যাবে না।

৪. প্রদত্ত বাণীর কোনরূপ সংযোজন, বিয়োজন বা কোন শব্দ পরিবর্তন করা যাবে না। মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর, ছবি ও মনোগ্রাম কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ প্রেস উইং থেকে সরবরাহকৃত মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী হুবহু ছাপতে হবে।

৫. সরবরাহকৃত বাণীতে কোনরূপ ভুল চিহ্নিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেস উইং এর কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং আলোচনা ব্যতিরেকে তা কোনভাবে প্রচার/প্রকাশ বা ছাপানো যাবে না।

৬. স্মরণিকা/বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের পর ০৫ (পাঁচ) কপি বই মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, জন বিভাগ, প্রেস উইং, বঙ্গভবন ঢাকা-১২২২ ঠিকানা বরাবর পাঠাতে হবে।

৭. জরুরি প্রয়োজনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব	অফিস: ০২- ৯৫৬৬৫৯৪, ফ্যাক্স: ০২- ৯৫৬৬২৪২	
	press.secy@bangabhaban.gov.bd	
মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপ প্রেস সচিব	০২-৯৫৬৩৮৩৫ (অফিস)	০১৫৫০-১৫০৬৭৮
		dps@bangabhabang.gov.bd
সহকারী প্রেস সচিব	০২-৯৫৬৯২৯৮ (অফিস)	০১৫৫০-১৫০৬৭৬
		amil_sust@yahoo.com

৮. উপরোক্ত বিষয়গুলো আব্যশিকভাবে অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব